জ্ঞান, যোগ, প্রভৃতি সাধন এবং ঐ সকল সাধনের প্রাপ্য বস্তুসমূহের প্রতিও 
কৃষ্ঠিতা বৃদ্ধি জন্মাইয়া দেয়। "ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা ময্যপিতাত্মেচ্ছতি মদিনাত্যং॥" ১১।১৪।১৭॥
শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে উদ্ধব! যে জন আমাতেই আত্মসমর্পণ করিয়াছে,
সে জন আমাভিন্ন পারমেষ্ঠ্য-সুথ অর্থাং সত্যলোকে ব্রহ্মা হইয়া ত্রিভূবনের
আধিপত্য লাভে যে সুথ, স্বর্গলোকে ইন্দ্র হইয়া যে সুথ, মর্ত্তালোকে
সর্ব্ব, ভূমির আধিপত্যে যে সুথ, পাতালাদির স্বামিষে যে সুথ, ব্রহ্মাকৈবল্যরূপমুক্তিতে যে সুথ, অন্তাঙ্গযোগে অন্তাদশ সিদ্ধিলাভে যে সুথ—
অধিক কি বলিব ? অন্য যে সকল সাধনের সাধ্যবস্তু আছে, আমার ভক্ত
সে সকল কিছুই পাইতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু তাহারা অকিঞ্চনা ভক্তিপ্রাপ্য নিখিলপুরুষার্থ শ্রেষ্ঠ আমাকেই পাইতে ইচ্ছা করে। ১৩২॥

অনন্তর সাক্ষান্তক্তি যে গুণাতীতা, তাহাই বলিবার জন্য একটি শ্লোকের দারা শ্রীভগবানে অর্পিত কর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত সাধনের "সঞ্চণত্ব" বলিতেছেন—

> "মদর্পণং নিচ্চলং বা সান্তিকং নিজকর্মতৎ। রাজসং ফলসম্বল্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসং॥" ১১।২৫।২৩

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে উদ্ধব! যে কর্ম আমাতে অপিত হয়, এমন মদপিত কর্ম এবং যে কর্ম ঐহিক-পারলোকিক স্থুখভোগের কামনাশূন্য, সেই সকল নিজকৃত কর্ম সান্ত্রিক; যে কর্মে ফলপ্রাপ্তিতেই সঙ্কল্প থাকে, সেই কর্ম রাজস; যে কর্ম হিংসা, দন্ত, মাৎসর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া করা হয়, সেই কর্ম তামস।

অনস্তর অন্যান্য অমুষ্ঠান সকলকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের অন্তর্গত বলিতে বলিতে ৪টি শ্লোকে চতুর্থকক্ষায় সাক্ষান্তক্তির নিগুণিত্ব বলিতেছেন—"কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজোবৈকল্লিককন্ত যং। প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মলিষ্ঠং নিগুণং স্মৃত্য্" । ১৩৪॥

প্রাক্বতং বালম্কাদিজ্ঞানতুল্যং। বৈকল্পিকং দেহাদিবিষয়ং ষত্ত্রজঃ রাজসম্। কেবলস্থা নির্কিশেষস্থা ব্রহ্মণঃ শুদ্ধজীবাভেদেন জ্ঞানং কৈবল্যম্। ক্ষপদার্থমাত্র জ্ঞানস্থ কৈবল্যম্পপত্তিঃ তৎপদার্থজ্ঞানসাপেক্ষরাং। সত্তমুক্তে হি চিত্তে প্রথমতঃ শুদ্ধং স্থাং জীবচৈতল্যং প্রকাশতে। ততাশ্চিদেকাকার্যাভেদেন তিন্মিন্ শুদ্ধং পূর্ণং ব্রহ্মচৈতল্যমপি অন্ত্র্যুতে। ততঃ সত্ত্রণস্থৈব তত্র কারণতাপ্রাচ্র্যাং সাত্ত্বিক্ষম্। তথাচ গীতোপনিষদঃ—সত্তাং সংজায়তে জ্ঞানমিত্যাদি। ভগবজ্জ্ঞানস্থাত্, দেবানাং শুদ্ধ স্থানাম্বীণামমলাত্মনাম্ ভিক্তিম্কুন্দচরণে ন প্রায়েণোপজায়তে। মৃক্রানামপি